ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1509-1517
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.372

প্রতিবাদী ভাবধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার পাঠ বিশ্লেষণ

জুলিয়েট দীপা বিশ্বাস, *গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The teenage poet Sukanta Bhattacharya requires no new introduction in the realm of Bengali poetry. Born in 1926, he graced this world for a very brief period before passing away in 1947. He primarily took up his pen to protest against the Second World War, the Great Famine of 1350 (Bengali era), fascist aggression, communal riots, and the exploitation and oppression by wealthy hoarders. In the history of Bengali literature, he remains a rare and exceptional poet. In 1944, Sukanta Bhattacharya obtained membership in the Communist Party and used to edit the 'Kishore Sabha' section of the party's daily newspaper. A firm believer in Marxist ideology, he authored several significant volumes of poetry, including: 'Chharpatra' (1947), 'Ghum Nei' (1954), 'Purbabhas' (1950), 'Mithekora' (1951), 'Hartal' (1962). Despite his short lifespan, Sukanta was deeply conscious of global events and politics. Although his career in poetry was not long, his work continues to evoke intense interest among readers. He was deeply absorbed in creating inspiration for the liberation of the masses. While he mastered the art of writing people-centric poetry, he was greatly inspired by the ideals of Lenin. His defiant voice continues to attract both common people and Bengali readers alike.

As a progressive poet, he was never detached from national or international developments. He observed ongoing events and the future with great awareness. The horrors of the Second World War deeply stirred his poetic soul. Protests, movements, famines, the cries of helpless and starving people, and the life struggles and agonies of the common man turned his poetry into a voice of rebellion. Through metaphors, he protested against the oppression of the common classes by money-hungry, selfish owners and hoarders. In truth, he became one with the exploited and oppressed. This is why he could easily claim: "I am a poet of famine, daily I see the clear reflection of nightmares of death. My spring is spent in food queues." There is no doubt about the timelessness of his poems such as 'Bidroher Gan', 'Siri', 'Ekta Moreger Kahini', 'Bodhan', 'Priyatamasu', 'Kolom' and 'Rabindranather Proti'. Both Sukanta Bhattacharya and his poetry remain, and will always remain, immortal in the hearts of Bengali readers.

Keywords: Famine, Deceiver, Humiliation, Rival, Self-interested

বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক জনপ্রিয় নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর নতুন করে আর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক বিরল প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মতো এমন সহজ, সরল ও বলিষ্ঠবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব কোনোকালেই ঘটেনি। তাঁর পূর্ববর্তী এমনকি পরবর্তী কালেও। তিনি

নবযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাবনার মাধ্যমে সর্ববোধগম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' (১৯৩৪-১৯৪৭ খ্রি.), তারপর একে একে রচনা করেছেন 'ঘুম নেই' (১৯৫৪ খ্রি.), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০ খ্রি.), 'মিঠেকড়া' (১৯৫১ খ্রি.), 'হরতাল' (১৯৬২ খ্রি.), 'ছড়ার বই' প্রভৃতি। সেই সময় ঘটে যাওয়া ঘটনা একদিকে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী; অন্যদিকে জীবন প্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম। সাধারণ মানুষের জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, আশা-নিরাশায় ঘেরা জীবন আবার অপরদিকে অত্যাচার, লাঞ্ছিত, শোষিত, পীড়িত, অনাহারে মৃত মানুষের ছবি দেখতে দেখতে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে তলোয়ারের মতো ধারালো। তিনি হয়ে উঠেছেন এক প্রতিবাদী কবি। তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই একদিকে দেশপ্রেম, সমাজের সাধারণ মানুষ, কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ও প্রতিবাদী চেতনা। তাঁর কবিতা সম্পর্কে কবিবন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সুকান্তের কবিতা শুধুই বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নয়, তাতে আছে মহৎ পরিণতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি।.....কবিতার বিচিত্র কলাকৌশলে, ছন্দের আশ্চর্য দক্ষতায়, শব্দ নির্বাচনের অশেষ নৈপুণ্যে এই কবি কিশোরের রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদেরও অভিভূত করেছে।"[১]

আমার প্রবন্ধের মূল আলোচনার বিষয় 'প্রতিবাদী ভাবধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার পাঠ বিশ্লেষণ'। সেদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করা যাক। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যু হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কবি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন নানা অরাজকতা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদী আন্দোলন, দুর্ভিক্ষের জীবন্ত কঙ্কালসার মানুষদের শোভাযাত্রা, বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি এই সমস্ত দেখতে দেখতে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁর কবিতার মধ্যেও তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে কবিতা হয়ে উঠেছে খাপহীন তলোয়ারের মতো ঝাঁ চকচকে তীক্ষ্ণ ও ধারালো। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভারতবর্ষের চিত্র দেখতে দেখতে তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে তাঁর 'অনুভব' কবিতায় বলেছেন—

> "অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি
> জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
> অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
> অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন।" (অনুভব/ছাড়পত্র)

তিনি জন্ম থেকেই জ্বলছেন অর্থাৎ বলা যায় তিনি জীবনভর জ্বলেছেন চারপাশের পরিস্থিতি দেখে। সেই জ্বালা যন্ত্রণারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর কবিতার মধ্যে। যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে পৃথিবীতে তার মধ্যেও তিনি প্রতিবাদী ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন—

> "যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে
> তার মুখে খবর পেলুম
> সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
> নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
> জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।
> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।" (ছাড়পত্র)

সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটির প্রতি কবির যে দরদ ছিল তাকে কি সত্যিকারের একটি সুস্থ বাসযোগ্য পৃথিবীতে স্থান করে দিতে পেরেছিলেন? নাকি এ দরিদ্র পীড়িত শিশুরা চিরকালই অবহেলিত? এখনও যারা পথে-ঘাটে

ঘুরে বেড়ায়, তীব্র শীতের মধ্যেও উলঙ্গ হয়ে ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটায়, তাদের নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। সেই সমস্ত শিশুদের জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাবনা—

"হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও
শুনেছি তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়ত আমরা প্রত্যেকেই এক একটা
অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবো।
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা।
তখন হয়ত গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।" (প্রার্থী/ছাড়পত্র)

তিনি নিজেকে দুর্ভিক্ষের কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর সমকালীন দুঃখ-দুর্দশার ও মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনার কথা ব্যক্ত করেছেন। চোখের সামনে দেখেছেন মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছবি। তাঁর দিন কেটেছিল খাদ্যের লাইনে দাঁড়িয়ে। তাইতো কবি উচ্চারণ করেছেন—

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়," (রবীন্দ্রনাথের প্রতি/ছাড়পত্র)

ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যখন শুরু হয়েছিল বাংলা বাঁচাও আন্দোলন, তখন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তা মেনে নিতে পারেননি। শহরের রাজপথে নগ্ন ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল দেখে কবি তীব্র কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন—

"একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?
এসব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের লাইন।" (ঐতিহাসিক/ছাড়পত্র)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব কবি চোখের সামনে দেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর বিধ্বংসী রূপ কবির অন্তরকে ব্যথিত করে তুলেছিল। ক্ষুব্ধ কবি বলেছিলেন—

"দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে
এখনো শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা
বিধ্বস্ত বাংলাকে?
আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা,
কেন তাই মনে মনে আমি প্রশ্ন করি সেই কথা।
তুমি কি ক্ষুধিত বন্ধু? তুমি কি ব্যাধিতে জরোজরো?
তা হোক, তবুও তুমি আর এক মৃত্যুকে রোধ করো।" (মণিপুর/ঘুম নেই)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি রাজনৈতিক কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং সফলতা লাভও করেছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সুকান্ত রাজনীতির কাঁধে চড়েনি। রাজনীতিকে নিজের করে নিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সুকান্ত দিয়েছে তাই সানন্দ স্বীকৃতি। নিজেকে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছিল সুকান্তর কবিতা"[২]

আবার, তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "একে অবরুদ্ধ লেলিনগ্রাডের রক্তাক্ত প্রতিরোধ ও স্টালিনগ্রাদের পতিগৃহের হাতাহাতি লড়াই, লাল ফৌজের পাল্টা আক্রমণ ও শেষ পর্যন্ত হিটলারসহ বর্বর ফ্যাসিস্ট শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের এই অনিবার্য জয়যাত্রা সুকান্তর মনে এনে দিয়েছিল এক উদ্দাম উদ্দীপনা। তারই প্রতিফলন তার কবিতার সর্বত্র, তাই তার কবিতার মেজাজে এতো জেহাদ ও এতো গভীর আত্মপ্রত্যয়।"[৩]

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে সারা বাংলা জুড়ে ধর্মঘট আহ্বান করলে কলকারখানা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ কেউ বাদ যায়নি; সকলেই দলে দলে যোগ দিয়েছে। তা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অনুভব' কবিতায় ধরা পড়েছে—

> "এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
> দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
> স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে এসো সব–
> শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব?
> নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট;
> রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদ পট।
> প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
> দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত;" (অনুভব/ছাড়পত্র)

তাঁর 'বিদ্রোহের গান' কবিতাটির কথা না বললে আমাদের এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই কবিতাটি পড়লে আমাদের সামনে কবির বিদ্রোহী সত্তার সুস্পষ্ট ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে—

> "মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি
> চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
> রুখবে কে আর এ অগ্রগতি সাধ্য কার?
> রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
> এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন?
> চোখ-রাঙানিকে করি না গন্য ধারি না ধার।" (বিদ্রোহের গান)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গণআন্দোলন কর্মী সোমেন চন্দ সমাজবিরোধীদের হাতে নিহত হন। তাঁর প্রতি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় ঝলসে ওঠে—

> "হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত
> দেশকে যারা অস্ত্র হানে তারা তো নয় ভ্রান্ত
> বিদেশী চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদবৃন্তে

সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।" (ছুরি/ঘুম নেই)

চট্টগ্রামে বারবার বোমা পড়লে কবি চেয়েছিলেন চট্টগ্রামে স্তালিনগ্রবাদের পথ অনুসরণ করবে—

"বন্ধু তোমরা ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।"

কবির হাতে কোনোকিছুই বাদ যায়নি। কৃষক শ্রমিকদের ওপর মালিক জমিদারদের অকথ্য অত্যাচারের করুণ পরিণতির ছবিও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি জানতেন যারা ক্ষেতের ফসল ফলায় তাদের নিজেদের জন্য একমুঠো অন্নও থাকে না। অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। কেননা মন্বন্তরের সময় মজুতদারেরা খাদ্য মজুত করে রেখেছে নিজেদের মুনাফা লাভের জন্য আর অনাহারে মরছে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। তা দেখে কবি কৃষকদের উদ্দীপ্ত করতে চেয়ে বলেছেন—

"তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি করে যারা গুপ্ত কক্ষেতে জমায়
তাদেরি দু পায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃখ ক্ষমায়।" (বোধন)

অসহায় দরিদ্র পীড়িত সাধারণ শ্রেণির ওপর শোষণের নিদারুণ চিত্র দেখতে দেখতে কবি হয়ে উঠেছিলেন ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক। শোষণ ত্রাষণের ভয়ে তাড়া খেতে খেতে অসহায় সাধারণ শ্রেণির মানুষ এসে পড়েছে এক দুর্গম পাহাড়ের পাদদেশে। সে পাহাড়ের কাছ থেকে ফেরবার আর কোনো পথ নেই। তাই কবিকে বলতে শুনি—

"দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পারে।" (বোধন)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য একদিকে সাধারণ মানুষের ওপর হওয়া অত্যাচারের কথা যেমন বলেছেন অপরদিকে মালিক মজুতদারের কাছে জানতে চেয়েছেন—

"শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব দিবি কি তার?" (বোধন)

প্রতিবাদের দৃঢ় কণ্ঠ চিনিয়ে দেয় সচেতন সাধারণ শ্রেণির মানুষকে। অনেক অন্যায় অত্যাচার ও যন্ত্রণার ফলে মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানুষ তাদের নিজেদের প্রাপ্য ছাড়তে রাজি নয়। বরং তাদের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এসেছে। প্রয়োজনে চাষের জমিতে ফসল নয় মজুতদারদেরই রোপণ করবে, আত্মীয়-স্বজন হারানো চিতায় জ্বালাবে শোষিত, অত্যাচারিত মানুষদের চিতা।

"আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।" (বোধন)

প্রতিবাদে মুখর নির্যাতিত সাধারণ শ্রেণির মানুষ শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাস ও উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পেরেছে যে ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ অধিকাংশ সময়ই সাধারণ শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেয়, পৃথিবীটাকে সাধারণ শ্রেণির মানুষের বাসযোগ্য থাকতে দিচ্ছে না। তারা

কখনোই মানুষের পরিচয়ে উপযুক্ত হতে পারে না। নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের হয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বপ্ন দেখেছেন—

"তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতের কোনো যাদুঘরে
নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।" (বোধন)

নতুন করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

তিনি শোষিত নিপীড়িত জনগণের পাশে সবসময় ছিলেন এবং হতবাক হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন— 'ধূর্ত প্রবঞ্চকদের কিভাবে ঈশ্বর ক্ষমা করেছেন'। এ ভাবনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলে যায়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন— "তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?" আবার একই কথা কাজী নজরুল ইসলামও বলেছিলেন—

"যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।" (আমার কৈফিয়ৎ)

আর সেখানে সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন—

"তবুও আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।" (বোধন)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদের উত্থান ও পরাজয়, রসিদ আলি দিবস, নৌ-বিদ্রোহ, বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি তাঁর কবিতায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে, তা মুলত সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই রূপকের আড়ালে অসহায় দুঃখী-দরিদ্র সাধারণ শ্রেণির মানুষের কথা বলেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতার নাম আমরা করতেই পারি। যেমন— 'সিঁড়ি', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'কলম', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি', 'বোধন' প্রভৃতি। এইগুলি মূলত রূপক ধর্মীয় কবিতা। যার অন্তরালে আছে শোষিত, পীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের আত্মকাহিনি। যা মূলত প্রতিবাদের আকারে ধরা পড়েছে। 'সিঁড়ি' কবিতায় দেখি সিঁড়ির উপর দিয়ে উচ্চবিত্ত প্রাসাদবিলাসী ধনীর দল প্রতিদিন ক্রমশ উঁচু থেকে আরও উঁচুতে ওঠে। তাদের পদাঘাতে সাধারণ জনগণের বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তা জানা সত্ত্বেও তারা কিন্তু সাধারণ শ্রেণির মানুষের ওপর অত্যাচার করতে পিছুপা হয় না। তাইতো কবিকে বলতে শুনি—

"তোমরাও তা জানো
তাই কাপের্টে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত,
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।" (সিঁড়ি)

তবে কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি বলতে চেয়েছেন যে, সাধারণ দরিদ্র প্রজা আর কতদিন সহ্য করবে? সহ্যের সীমা অতিক্রম হলেই তারাও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। যেমন—

"তবু আমরা জানি
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের পদাঘাত
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদের ও হতে পারে পদস্থলন" (সিঁড়ি)

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবির সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেল এক বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট কোণে, ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায় অন্যান্য মুরগিদের সঙ্গে। আশ্রয় পেলেও উপযুক্ত খাবার পেল না, তার শুরু হলো আস্তাকুঁড়ে আনাগোনা করা কিন্তু সেখানেও শুরু হলো তার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানেও কবি রূপকের আড়ালে মোরগের ঐ অন্তিম পরিণতির মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন— যে আশ্রয় চায়, খাবার চায়, খাবার না পেলে প্রতিবাদ করে। তার প্রতিবাদ কখনই গুরুত্ব দেয় না ক্ষমতাসীন শাসনতন্ত্র। তবে বেশি প্রতিবাদী হয়ে উঠলে সমাজের ক্ষমতাবানরা একে গোড়া থেকে উপরে ফেলে দেন। তখন খাদ্য ও খাদকের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'বিবৃতি' কবিতায় বলেছেন—

"পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে।
দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল;" (বিবৃতি)

তাঁর যন্ত্রণাময় অনুভূতি ছিল প্রতীকাশ্রয়ী। ধীরে ধীরে তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবির অনুভব গভীর সত্যের উপলব্ধি মোরগের শেষ পরিণতি। 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় বাস্তব জীবনের সত্য ফুটে উঠেছে—

"অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে,
বারবার চেষ্টা করলো প্রাসাদে ঢুকতে
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতরে রাশি রাশি খাবারের।
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো;
একেবারে সোজা চলে এলো
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবারের টেবিলে।" (একটি মোরগের কাহিনী)

এখানে মোরগটি হয়ে উঠেছে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতীক। যাদের স্বপ্ন, শ্রম— সমস্তটা নিংড়ে নেয় সমাজের অর্থলোভী কিছু মানুষ। এই সাধারণ মানুষের রক্ত, শ্রম ও ঘামের বিনিময়ে ধনবানদের টেবিলে ধবধবে সাদা কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া খাবার সাজানো হয়ে থাকে।

অপর আরেকটি কবিতা 'দেশলাই কাঠি' এই কবিতাটিতেও রূপকের আড়ালে কবির প্রতিবাদী সত্তার ছবি ফুটে উঠেছে। সেখানে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন—

"আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—

তা তো তোমরা জানোই!
কিন্তু তোমরা তো জানো না:
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই— শেষবারের মতো।।" (দেশলাই কাঠি)

আবার 'কলম' কবিতায় রূপকের আড়ালে ব্যঞ্জনার্থে কবি কলমের অন্তরালে যারা থাকে তাদের কথায় এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন—

"কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুরের পাপ;
উদ্বেগ আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে,
কলম। বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট, হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে।" (কলম)

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গেও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কমরেড রজনীপাম দত্ত বাংলার বিপ্লবীদের মুক্তি করার জন্য আন্দোলন তীব্রতর করার জন্য দেশজুড়ে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর সেই আহ্বানকে অভিনন্দন জানিয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য শানিত বাক্যে উচ্চারণ করেছেন—

"লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায়
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে।" (১লা, মে-র কবিতা' ৪৬)

বন্দীমুক্তির দাবিকে দুর্বার করার জন্য ছাত্র ধর্মঘটের প্রস্তুতির ফলস্বরূপ কলকাতার 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল'-এর কর্মীসভায় সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বয়ং কবিতা পাঠ না করলেও আন্দোলনের সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। বলেছিলেন—

"প্রতিশোধ প্রতিশোধ
হাজার হাজার শহীদ ও বীর
স্বপ্নে নিবিড় স্মরণে গভীর
ভুলিনি তাদের আত্মবিসর্জন।" (জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবানী)

আবার, বন্দীমুক্তি কমিটি ও ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে কলকাতার আনাচে কানাচে মানুষের দৃপ্ত মিছিল ছুটে চলেছে আইন সভার দিকে। সেদিনের কলকাতাকে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য অমর করে রেখেছেন তাঁর 'মুক্ত বীরদের প্রতি' কবিতায়—

"সেদিন দুপুরে সারা কলকাতা হারিয়ে ফেলেছে দিশে
হাজার হাজার জনসাধারণ ধেয়ে চলে সম্মুখে
পরিষদ গেটে হাজির সকলে, শেষ প্রতিজ্ঞা বুকে
গর্জে উঠল হাজার হাজার ভাই;
রক্তের বিনিময়ে হয় হোক, আমরা ওদের চাই।" (মুক্ত বীরদের প্রতি)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বাস্তবিক অর্থেই একজন প্রতিবাদী কবি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তিনি কিশোর কবি হিসেবে আমাদের কাছে চির অমর হয়ে আছেন। তাঁর বস্তুমানবিক দর্শন একালেও সঞ্চালিত। বাংলা সাহিত্যেকে তাঁর দেওয়ার ছিল আরও অনেক কিছু। কিন্তু স্বল্প সময়ে চলে যাওয়াই কিছুটা অপূর্ণ থাকলেও তাঁর কবিতার জন্য তিনি সর্বক্ষণ মানুষের হৃদয়ে সজীব হয়ে আছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১. মিশ্র, অশোককুমার। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০২০)। দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ: অক্টোবর ২০২০, আশ্বিন ১৪২৭, কলকাতা, পৃ. ৩০০।
২. গুণ, সুমন। বাংলা কবিতার সহস্র ধারা। অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৬২।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা। আধুনিক কবিতার নিবিষ্ট পাঠ। অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ৯ মে ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ১৭৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, সুকান্ত। সুকান্ত সমগ্র। বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
২. ভট্টাচার্য, জগদীশ। আমার কালের কয়েকজন কবি। ভারবি, পুনর্মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪২৭, কলকাতা।
৩. মিশ্র, অশোককুমার। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০২০)। দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ: অক্টোবর ২০২০, কলকাতা।
৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ। বাংলা কবিতা: অনেক আকাশ। প্রজ্ঞাবিকাশ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০২২, কলকাতা।
৫. সেনমজুমদার, জহর। বাংলা কবিতা: সময়ের স্বর সময়ের সংকেত। জয়শ্রী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪৩০, কলকাতা।
৬. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। কবি এবং কবিতার বিষয়-আশয়। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট ২০২২, কলকাতা।
৭. গুণ, সুমন। বাংলা কবিতার সহস্র ধারা। অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা।